

জ্ঞানগাপল আব্দুর রাজ্জাক স্মারক গ্রন্থ



জ্ঞানগাপল আব্দুর রাজ্জাক স্মারক গ্রন্থ



জ্ঞানতাপস আব্দুর রাজ্জাক স্মারকগ্রন্থ

সম্পাদক

অনিসুজ্জামান

সম্পাদনা-পরিষদ

সরদার ফজলুল করিম

বেহমান সোবহান

হামিদা হোসেন

আবুল মাল আবদুল মুহিত

রওনক জাহান

মফিদুল হক

সহযোগী সম্পাদক

লুতা নাহিদ চৌধুরী

আবুল হাসনাত

মোহাম্মদ আবদুর রশীদ



বেঙ্গল
পাবলিকেশন্স



নিবেদন

বিংশ শতাব্দীর বাংলাদেশে জাতীয় অধ্যাপক আব্দুর রাজ্জাক (১৯১২-৯৯) ছিলেন সম্পূর্ণ ব্যতিক্রমধর্মী এক মানুষ। অর্ধ শতাব্দীর অধিককাল তিনি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষকতা করেন, এটিই ছিল তাঁর প্রাণকেন্দ্র। তবে কর্তব্যবোধে বৃহত্তর রাজনৈতিক ও সামাজিক ক্ষেত্রে তিনি ভূমিকাপালন করেছিলেন। বিলেতফেরত এই ব্যক্তির জীবনযাপন-প্রণালির সারল্য, অনাড়ম্বর দেশীয় সজ্জা এবং মৌখিক ভাষার নিজস্ব ঢং তাঁকে বিশিষ্টতা দিয়েছিল। জ্ঞানপিপাসা ও পাঠাভ্যাস, মৌলিক চিন্তা ও দৃষ্টিভঙ্গি, অকুতোভয়ে নিজের বিবেক-অনুযায়ী চলা ও বলা, সাহিত্যিক-শিল্পী-শিক্ষক-গবেষককে উৎসাহদান, শ্রেণিকক্ষে স্বল্পবাক কিন্তু ঘরোয়া আলাপে অসাধারণ বাকসিদ্ধি, জীবনের সর্বক্ষেত্রে মাতৃভাষাকে প্রতিষ্ঠানে দৃঢ় প্রত্যয়, খাদ্যপ্রীতি ও রন্ধননৈপুণ্য, তাস ও দাবা খেলায় আগ্রহ, মানুষের প্রতি অনুরাগ ও দায়িত্ববোধ — এসবই ছিল তাঁর চরিত্রগুণ।

অধ্যাপক আব্দুর রাজ্জাকের মৃত্যুর পরে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের চারুকলা ইনসটিটিউটের বকুলতলায় ২০০০ সালের ২৯ জানুয়ারিতে অনুষ্ঠিত নাগরিক শোকসভায় তাঁর স্মৃতিরক্ষার লক্ষ্যে নানারকম প্রস্তাব উত্থাপিত হয়। সেই অনুযায়ী ২০০০ সালের ডিসেম্বরে নিম্নলিখিত ব্যক্তিদের নিয়ে আব্দুর রাজ্জাক ফাউন্ডেশন গঠিত হয় এবং ২০০২ সালের এপ্রিলে তা রেজিস্ট্রীকৃত হয়।

- | | |
|------------------------------------|--------------------------------|
| ১. বিচারপতি মুহাম্মদ হাবিবুর রহমান | সভাপতি ও প্রতিষ্ঠাতা-সদস্য |
| ২. অধ্যাপক আনিসুজ্জামান | ন্যাসকর্তা ও প্রতিষ্ঠাতা-সদস্য |
| ৩. জনাব আবুল মাল আবদুল মুহিত | সহ-সভাপতি ও প্রতিষ্ঠাতা-সদস্য |
| ৪. জনাব এম আজিজুল হক | প্রতিষ্ঠাতা-সদস্য |
| ৫. জনাব বদরুদ্দীন উমর | প্রতিষ্ঠাতা-সদস্য |
| ৬. ড. হামিদা হোসেন | প্রতিষ্ঠাতা-সদস্য |
| ৭. জনাব এম সাইদুজ্জামান | প্রতিষ্ঠাতা-সদস্য |
| ৮. জনাব মফিজুল হক | প্রতিষ্ঠাতা-সদস্য |
| ৯. অধ্যাপক রওনক জাহান | প্রতিষ্ঠাতা-সদস্য |
| ১০. অধ্যাপক সরদার ফজলুল করিম | প্রতিষ্ঠাতা-সদস্য |

প্রকাশ অক্টোবর ২০১২

প্রকাশক আবুল খায়ের, বেঙ্গল পাবলিকেশন্স লিমিটেড
বেঙ্গল সেন্টার, প্লট ২, সিভিল এভিয়েশন, নিউ এয়ারপোর্ট রোড, ঢাকা ১২২৯

গ্রন্থবদ্ধ বেঙ্গল পাবলিকেশন্স

প্রচ্ছদ কাইয়ুম চৌধুরী

প্রচ্ছদ প্রতিকৃতি শেখ আফজাল

মুদ্রণ এম কে প্রিন্টার্স এন্ড প্যাকেজিং
১৮৯/এ, তেজগাঁও শিল্প এলাকা, ঢাকা ১২০৮

মূল্য ৪০০ টাকা মাত্র

ISBN 978-984-33-5869-1

১১. জনাব আবুল খায়ের
 ১২. বেগম মমতাজ খালেদ
 ১৩. ডা. এস এইচ খোন্দকার
 ১৪. সৈয়দ শাহ কমাল
 ১৫. লুতা নহিদ চৌধুরী

পারিবারিক প্রতিষ্ঠাতা-সদস্য
 পারিবারিক প্রতিষ্ঠাতা-সদস্য
 পারিবারিক প্রতিষ্ঠাতা-সদস্য
 পারিবারিক প্রতিষ্ঠাতা-সদস্য
 সদস্য ও সম্পাদক

অধ্যাপক আব্দুর রাজ্জাকের রচনাপ্রকাশ, তাঁর গ্রন্থসংগ্রহ-রক্ষা, তাঁর নামে মেধাস্বী
 ছাত্রদের বৃত্তিপ্রদান, তাঁর স্বরণে বিতর্কসভা, বক্তৃতা, সেমিনার ও সম্মেলনের
 আয়োজন, তাঁর নামে দাবা-প্রতিযোগিতার ব্যবস্থা, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে তাঁর নামে
 একটি চেয়ার-প্রতিষ্ঠা, বৃত্তিবিজ্ঞান, সমাজবিজ্ঞান, দর্শন, ইতিহাস প্রভৃতি ক্ষেত্রে
 গবেষণার সুযোগসৃষ্টির জন্য একটি গবেষণা-প্রতিষ্ঠান স্থাপন এবং তাঁর স্মৃতিরক্ষার
 উদ্দেশ্যে আরো কিছু উদ্যোগগ্রহণ এই ট্রাস্টের লক্ষ্য বলে নির্ধারিত হয়।

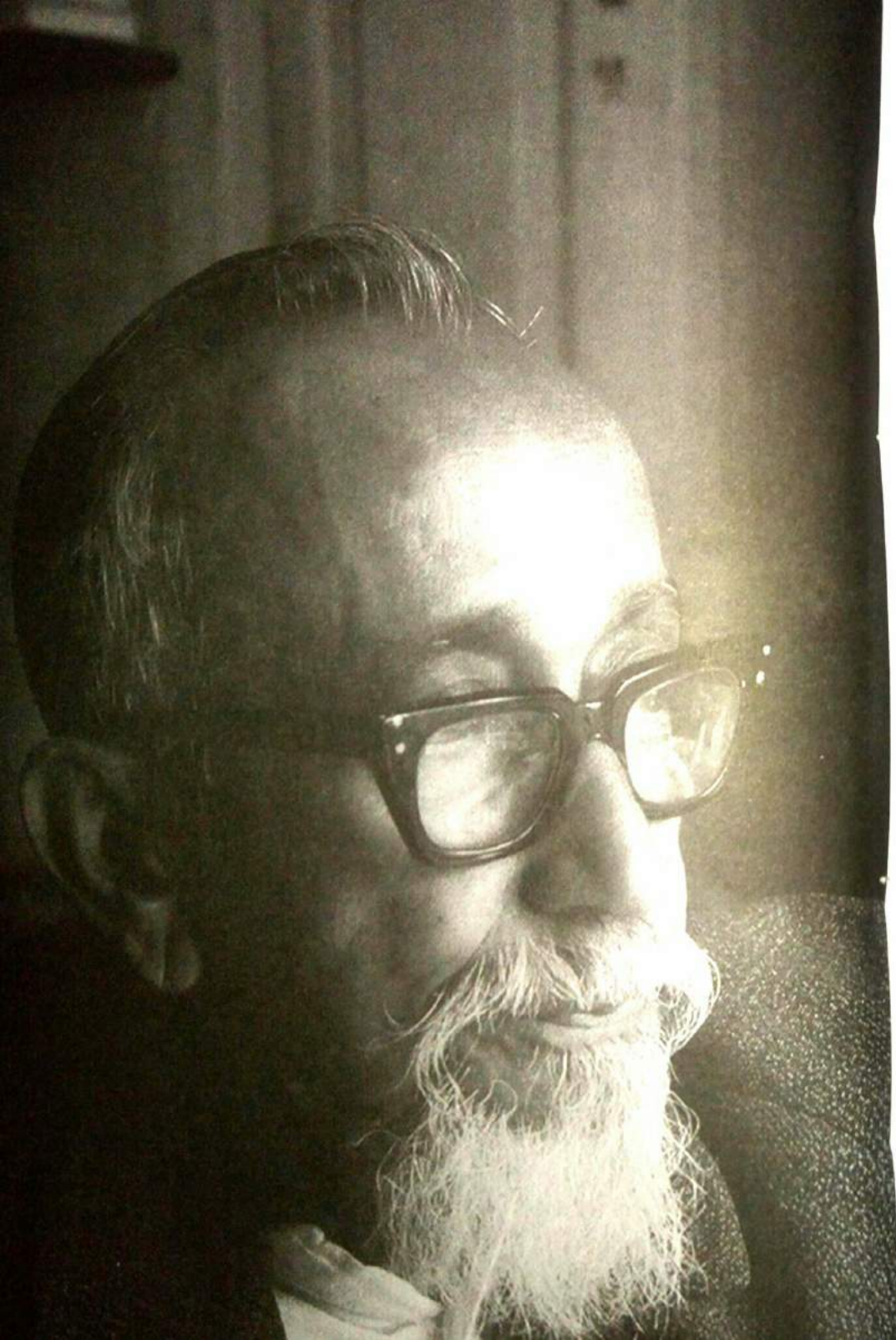
অধ্যাপক আব্দুর রাজ্জাকের নামে ঢাকায় জাতীয় পর্যায়ে দাবা-প্রতিযোগিতার
 আয়োজন করা সম্ভবপর হয়েছে। তাঁর সংগৃহীত গ্রন্থ রক্ষণাবেক্ষণের ব্যবস্থা গৃহীত
 হয়েছে, তবে তা পঠকসাধারণের জন্য উন্মুক্ত করা যায়নি। এখন, বিলম্বে হলেও, এই
 স্মারকগ্রন্থ প্রকাশিত হতে যাচ্ছে।

স্মারকগ্রন্থ সংকলিত অনেক রচনাই অধ্যাপক রাজ্জাকের মৃত্যুর পরে নানা
 পত্রপত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছিল। এইসব স্বতঃস্ফূর্ত প্রতিক্রিয়া আমরা ধরে রাখতে
 চেয়েছি। পরে স্মারকগ্রন্থ প্রকাশের জন্য আমরা অনেকের লেখা পেয়েছি। এদের
 প্রত্যেকের কাছে আমরা স্বী। স্মারকগ্রন্থ-প্রকাশে বিলম্বের দায়টা আমাদেরই অধিক,
 সেজন্য আমি ক্ষমপ্রার্থী। এর মধ্যে ট্রাস্টি বোর্ডের সদস্য এম আজিজুল হককে এবং
 এই গ্রন্থের লেখকদের মধ্যে আহমদ ছফা, ওয়াহিদুল হক, এটিআর রহমান, নীলিমা
 ইব্রাহিম, শামসুর রাহমান, হুমায়ুন আজাদ ও হুমায়ুন আহমেদকে আমরা হারিয়েছি।
 তাঁদের স্মৃতির প্রতি আমি শ্রদ্ধানিবেদন করি। এই গ্রন্থের সম্পাদনা-পরিষদের
 সদস্যরা যে-অনুরাগ ও অগ্রাহের সঙ্গে তাঁদের দায়িত্বপালন করেছেন, তার জন্য
 তাঁদের ধন্যবাদ জনাই। রওনক জাহানের আন্তরিক প্রয়াস ও নিরন্তর তাগাদার কথা
 এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য। হামিদা হোসেনের অকৃত্রিম উৎসাহ আমাদের কর্মপ্রেরণা
 জুগিয়েছে। আবুল হাসনাত সর্বদাই কর্তব্যের অধিক করেছে। আমরা বিশেষ সহায়তা
 পেয়েছি লুতা নহিদ চৌধুরীর কাছ থেকে। তাছাড়া নানাভাবে সাহায্য করেছে আবুল
 হাসনাত, মোহাম্মদ আবদুর রশীদ, শওকত হোসেন, শাহীন শাহ ও সুনীল কান্তি দে।
 এদের সকলের কাছে আমরা গভীরভাবে কৃতজ্ঞ। আশা করি, নানাজনের নানাকথার
 মধ্য দিয়ে অধ্যাপক আব্দুর রাজ্জাকের যে-ভাবমূর্তি এই গ্রন্থে অঙ্কিত হয়েছে, তা যথার্থ
 বলে স্বীকৃত হবে এবং স্থায়িত্ব লাভ করবে। ভবিষ্যৎ প্রজন্ম যদি তার থেকে কিছুমাত্র
 অনুপ্রেরণা লাভ করে তবে আমাদের প্রয়াস সার্থক হবে।

সূচিপত্র

নিবেদন	৫	মুকল হক	
জীবন ও কর্ম		জাতীয় অধ্যাপক আব্দুর রাজ্জাক	৯১
মোহাম্মদ আবদুর রশীদ		সিরাজুল ইসলাম চৌধুরী	
সুনীল কান্তি দে		ওই স্বপ্ন চলবে কী করে	৯৬
জাতীয় অধ্যাপক আব্দুর রাজ্জাক :		ওয়াহিদুল হক	
জীবন ও কর্ম	১৪	চিত্র অর্পণ করা এক প্রজ্ঞা তর্পণ	১০০
মনসুর মুসা		বোরহানউদ্দিন খান জাহাঙ্গীর	
শতাব্দীর আলোকিত মানুষ আব্দুর রাজ্জাক	৩৪	রাজ্জাক স্যার স্বরণে	১০৪
স্মৃতিকথা ও মূল্যায়ন		রাজ্জাক স্যার	১০৬
সালহউদ্দিন আহমদ		এ জেড এম আবদুল আলী	
জাতীয় অধ্যাপক আব্দুর রাজ্জাক স্বরণে	৪৫	আমার দেখা রাজ্জাক স্যার	১০৮
নীলিমা ইব্রাহিম		সৈয়দ শামসুল হক	
প্রবাসপুত্র, কিংবদন্তির নায়ক	৪৮	সূর্যের বিদায় তবে রাত্রির আঁধার	১১২
সরদার ফজলুল করিম		আনিসুজামান	
আমার দ্বিতীয় পিতা	৫০	সাব	১১৫
বিদায় মুহুর্তে রাজ্জাক স্যারের স্মৃতি	৫৪	কামাল লোহানী	
মুহাম্মদ হাবিবুর রহমান		জ্ঞানতাপস আব্দুর রাজ্জাক	১৩৭
অধ্যাপক আব্দুর রাজ্জাক স্বরণে	৫৮	মীজানুর রহমান শেলী	
মুস্তাফা নূরউল ইসলাম		শতাব্দীর অতন্ত প্রহরী	১৪২
শ্রদ্ধায় ভালোবাসায় নিবেদিত পঙক্তিমালা	৬৮	এম মোফাখখারুল ইসলাম	
আমাদের রাজ্জাক স্যার	৭২	প্রফেসর আব্দুর রাজ্জাক স্বরণে	১৪৯
আহমদ রফিক		আহমদ ছফা	
চলে গেলেন মেধা ও পাণ্ডিত্যের		প্রফেসর রাজ্জাকের অলিখিত উইল	১৫৪
স্বপ্নবাক মানুষটি	৭৬	হুমায়ুন আহমেদ	
শামসুর রাহমান		রহস্যময় মানুষ	১৫৮
একজন অসামান্য ওণী বিষয়ে সামান্য		মফিদুল হক	
কয়েকটি কথা	৭৯	জাতির অমৃত ঐতিহ্য	১৬২
বদরুদ্দীন উমর		জ্ঞানের ওচ্চতম সাধক	১৬৯
অধ্যাপক আব্দুর রাজ্জাকের স্মৃতি	৮২	আবুল কাসেম ফজলুল হক	
আবুল মাল আব্দুল মুহিত		অধ্যাপক আব্দুর রাজ্জাক : তাঁর ভাবমূর্তি	১৭৩
রাজ্জাক স্যার	৮৬	আহমদ কবির	
		অধ্যাপক আব্দুর রাজ্জাককে দেখা	
		ও জানা	১৭৯

মুনতাসীর মামুন		Hameeda Hossain	
অধ্যাপক আব্দুর রাজ্জাক	১৮৪	Remembering Sir	
'আমি অপেক্ষা করছি'	২০২	ATR Rahman	২৬০
সলিমুল্লাহ খান		Remembering National Professor	
আব্দুর রাজ্জাক অথবা আশা ও নীতি	২০৫	Abdur Razzaq	২৬৫
সাদাত উল্লাহ খান		Rounaq Jahan	২৬৯
জ্ঞানতাপস অধ্যাপক আব্দুর রাজ্জাক	২০৮	Sir, As I Remember Him	২৮২
হারুন উর রশীদ		Ahrar Ahmad	
খুব কষ্ট, রাজ্জাক স্যার, ওডবাই	২১১	Razzaq Sir : Anti-hero, Mentor	২৮২
দীপংকর গৌতম		Habibul Haque Khondker	
এক জ্ঞানতাপসের প্রতি শ্রদ্ধাঞ্জলি	২১৪	Professor Abdur Razzaque : A Personal Tribute	২৯৩
মোহাম্মদ মাহমুদজ্জামান		সাক্ষাৎকার	
একজন সং মানুষের বিদায়	২১৭	হুমায়ুন আজাদ	
মামুন-অর-রশিদ		এই সময়ের জ্ঞানতাপস	৩০১
জীবনের শেষ সাক্ষাৎকারে অধ্যাপক		ফজলে রাব্বি	
রাজ্জাক যা বলেছেন	২২১	একটি সাক্ষাৎকারের কাহিনী	৩২০
সিদ্দিকা জামান		নাসির আলী মামুন	
রাজ্জাক স্যারের হেঁশেলে	২২৪	সরদার আইছেন!	৩২৪
Khushwant Singh		পুনর্মুদ্রণ	
An Encounter with Professor		Abdur Razzaq	
Razzak	২৩২	The Mind of the Educated	
Hanna Papanek		Middle Class in the Nineteenth	
The Wheel of Attachment: Story		Century	৩৩৩
of a Friendship	২৩৪		
Rehman Sobhan		মোহাম্মদ আবদুর রশীদ	
Remembering Sir as a Friend		সংক্ষিপ্ত জীবনপঞ্জি	৩৫৬
and Mentor	২৪০		
Kamal Hossain		চিত্রমালা	৩৬২
Our Universal Sir	২৫৪		



জীবন ও কর্ম

মোহাম্মদ আবদুর রশীদ

সুনীল কান্তি দে

জাতীয় অধ্যাপক আব্দুর রাজ্জাক : জীবন ও কর্ম

ভূমিকা

অধ্যাপক আব্দুর রাজ্জাক দীর্ঘায়ু পেয়েছিলেন। জন্ম থেকে মৃত্যুর প্রভেদ প্রায় ৮৫ বছর (১৯১৪-১৯৯৯)। তবে তাঁর কর্মময় জীবন এবং সেই জীবন-ব্যব্ধির ফল সম্ভবত আরো বিস্তৃত, ব্যাপক ও অর্থপূর্ণ। তৎকালীন পূর্ব বাংলা এবং বর্তমান বাংলাদেশ; এমনকি সমগ্র উপমহাদেশে জ্ঞানচর্চার ক্ষেত্রে তাঁর সঠিক বিশ্লেষণ, উচ্চশিক্ষাঙ্গনে অবদান প্রদীপ্ত এবং অম্লান থাকবে। তাঁকে ঘিরে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে একটি মননশীল সমাজ গড়ে উঠেছিল। সেই জ্ঞানপিপাসু গোষ্ঠীটির মধ্যমণি হয়ে তিনি কেবল ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে পাঠ করতেন আসা শিক্ষার্থীদের মধ্যেই জ্ঞান বিতরণ করেছেন তাই নয়, সেই সঙ্গে শিক্ষকদের শিক্ষিত ও মান-উপযোগী করার কাজ করে গিয়েছেন।

১৯২১ সালে প্রতিষ্ঠিত ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় সত্যিকার অর্থে বিশ্ববিদ্যালয় হয়ে গড়ে ওঠার পেছনে তাঁর নানামুখী অবদান পর্বতপ্রমাণ। এ কারণে অনেকেই ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইতিহাসের সঙ্গে তাঁকে এক করে দেখতে চান। তাঁর ঘনিষ্ঠ সংস্পর্শে যারা এসেছিলেন, তারা এ দেশের বিভিন্ন ক্ষেত্রে প্রতিষ্ঠা অর্জন করেছেন। প্রকৃতপক্ষে অধ্যাপক আব্দুর রাজ্জাক একটি 'মিথ' হিসেবে প্রতিষ্ঠা পেয়েছেন। তাঁকে সঙ্কেটস্বরূপে তুলনা করা যায়। তাঁর জীবনব্যয়ে শিক্ষক, শিল্পী, সাহিত্যিক, সাংবাদিক,

সরকারি পদস্থ কর্মকর্তাসহ নানা ধরনের লোকজন চিরকুমার এই মানুষটিকে ঘিরে থাকতেন।

তার আকর্ষণশক্তি ছিল চূড়কের চেয়েও শক্তিশালী; যার ভিত্তি ছিল জ্ঞান, পাণ্ডিত্য, দরদী মন ও সহমর্মিতা। তার খুব কাছে এসেছিলেন এমন লোকের মধ্যে ছিলেন শিল্পাচার্য জয়নুল আবেদিন, সরদার ফজলুল করিম, প্রফেসর আনিসুজ্জামান, প্রফেসর রেহমান সোবহান, প্রফেসর মুজাফ্ফর আহমদ চৌধুরী, প্রফেসর রওনক জাহান, বিচারপতি মুহাম্মদ হাবিবুর রহমান, প্রফেসর মুস্তাফা নূরউল ইসলাম, আবুল মাল আবদুল মুহিত, ব্যারিস্টার কামাল হোসেন, ড. হামিদা হোসেন, ওয়াহিদুল হক, প্রফেসর বোরহানউদ্দিন খান জাহাঙ্গীর, মফিদুল হক, প্রফেসর সালাহউদ্দিন আহমদ, প্রফেসর মোফাখখুল ইসলাম, হান্না পাপানাক, প্রফেসর হুমায়ুন আজাদ, আহমদ ছফা, খায়রুল কবির, প্রফেসর মোশাররফ হোসেন, বদরুজ্জামান উমর, শুস্তাফ পাপানাক প্রমুখ। উপমহাদেশের প্রখ্যাত সাংবাদিক খুশবন্ত সিং ১৯৭৪ সালে নিউ ইয়র্ক টাইমসে প্রফেসর আব্দুর রাজ্জাকের ওপর একটি স্টোরি লিখেছিলেন। অতঃপর এটি ইলাস্ট্রেটেড উইকলি অব ইন্ডিয়ায় পুনর্মুদ্রিত হয়। বলা যায়, এর মাধ্যমে প্রফেসর আব্দুর রাজ্জাকের আন্তর্জাতিক মানের পাণ্ডিত্যের পরিচয় প্রতিফলিত হয়েছিল। বাংলাদেশ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ও রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগের জন্য এ স্বীকৃতি বড় মাপের সম্মান বয়ে এনেছিল।

ছন্দয়ের দায়বোধ থেকে যারা বিভিন্ন সময়ে তার সম্পর্কে লিখেছেন, স্মৃতিচারণ করেছেন এবং সংস্পর্শে এসেছিলেন, তাদের ব্যক্তিত্ব, রাজনৈতিক-সামাজিক দৃষ্টিভঙ্গি, পেশা, ইত্যাদির মধ্যে ভিন্নতা ছিল; এ কথা নির্বিধায় বলা যায়। তবে এ থেকে প্রমাণ হয় যে, তিনি সকল ভিন্নতাকে ধারণ করার মতো দক্ষতা ও যোগ্যতা রাখতেন। যেমন বয়োজ্যেষ্ঠ কাজী মোতাহার হোসেন — মধ্যবয়সী সা'দ উদ্দিন আহমেদ এবং একেবারেই তরুণ — নিয়াজ মোরশেদ — সবাইকেই তিনি দাবা খেলার সঙ্গী হিসেবে সমানভাবেই গ্রহণ করেছিলেন। এ এক বিরল গুণ! জ্ঞানোভাবে তিনি অহংকারী হননি, হয়েছেন বিনম্র। চলনে-বলনে পোশাকে ও পরিচ্ছদে ছিলেন সাধারণ। ব্যতিক্রমী পাণ্ডিত্য ও ব্যক্তিত্ব; সে সঙ্গে বয়স, মতাদর্শ, নির্বিশেষে জ্ঞানপিপাসু সকলকে একত্র করার অসাধারণ শক্তি তিনি অর্জন করেছিলেন। এখানেই তার মহত্ব! বর্তমান সময়ে নিজেকে নিয়ে ব্যস্ত থাকা মানুষের সংখ্যা এত বেড়ে গিয়েছে যে, প্রফেসর আব্দুর রাজ্জাকের অভাব, বিশেষ করে সুধীমহল ও ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে পূরণ হবার নয়। অর্থ, ক্ষমতা, লোভ-লালসা, পদমর্যাদার মোহ তাঁকে কোনদিনও দুর্বল করতে পারেনি। অবস্কয়ের দিকে ক্রমবর্ধমান বর্তমান দেশ, সমাজ ও প্রজন্মের জন্য আব্দুর রাজ্জাক-চর্চা খুবই সংগত। এই দায়বোধ থেকেই সম্ভবত সরদার ফজলুল করিম, আহমদ ছফা তাঁকে নিয়ে বই লিখেছেন। অনেক বরণ্য ব্যক্তি তার গ্রন্থ উপলক্ষে সংবাদপত্রে লিখেছেন। সরদার ফজলুল করিমের ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ও পূর্ববঙ্গীয় সমাজ : অধ্যাপক আব্দুর রাজ্জাকের আলাপচারিতা এবং

আহমদ ছফার যদ্যপি আমার গুরু পুস্তক দুটি অনেককেই আকৃষ্ট করেছে এবং ভবিষ্যতেও আকৃষ্ট করবে বলে মনে করা যায়।

অধ্যাপক আব্দুর রাজ্জাকের জীবন ও কর্ম, চিন্তা-চেতনা, বিশ্লেষণ ও তার দৃষ্টিভঙ্গি তৎকালীন বঙ্গীয় সমাজ এবং রাজনীতির বাস্তবতার নিরিখেই মূল্যায়ন করা সমীচীন হবে। একদিকে ব্রিটিশদের সম্রাজ্যবাদী কর্মকাণ্ড, শোষণ, বৈষম্য, বঞ্চনার জন্য পাতা ফাঁদ, অন্যদিকে শিক্ষাগত, অর্থনৈতিক, সামাজিক প্রতিপত্তি ও মর্যাদার ক্ষেত্রে নানা কারণে বিশেষ করে হিন্দুদের চেয়ে আপেক্ষিকভাবে মুসলমানদের (শ্রেণি নির্বিশেষে) পিছিয়ে থাকা ছিল একটি অনস্বীকার্য অবস্থা ও বাস্তবতা। কাল এবং যুগোত্তীর্ণ সময়ে অতীতের সেই বাস্তবতা পরিপূর্ণভাবে উপলব্ধি করে বিচার-বিশ্লেষণ করা খুব সহজ কাজ নয়। সরদার ফজলুল করিম এবং আহমদ ছফার লেখা থেকে জানা যায়, প্রফেসর আব্দুর রাজ্জাক তৎকালীন অবিভক্ত ভারতে মুসলিম লীগের নেতৃত্বে পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার দর্শনের সঙ্গে একমত ছিলেন। তবে তার দৃষ্টিভঙ্গি সাম্প্রদায়িক ছিল এমন ভাববার কোনো কারণ নেই। পাকিস্তান রাষ্ট্রে কায়ম হওয়ার পরবর্তীকালে যারা নতুন পরিস্থিতি ও বাস্তবতা উপলব্ধি করে বাঙালি জাতীয়তাবোধের মাধ্যমে উদ্ধুদ্ধ হয়ে পাকিস্তানের পাঞ্জাবি শাসকদের অভ্যন্তরীণ কলোনি ধারায় শাসন থেকে মুক্তি পাবার জন্য বাঙালি সংস্কৃতিভিত্তিক প্রথমে স্বায়ত্তশাসন এবং পরবর্তীকালে স্বাধীন বাংলাদেশ গড়ার আন্দোলন ও সংগ্রামে ঝাঁপিয়ে পড়েছিলেন তাদের প্রায় সকলেই কিন্তু '৪৭-পূর্ব সময়ে পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার রাজনৈতিক যুদ্ধের সৈনিক ছিলেন। পরবর্তী সময়ে অবস্থানের ক্ষেত্রে তাদের এই পরিবর্তন ছিল ইতিহাস ও বাস্তবতার প্রতি সাদা দান বিশেষ।

প্রফেসর আব্দুর রাজ্জাকের জীবন, কর্ম, চিন্তা-চেতনার বর্ণনা/বিশ্লেষণ করতে গিয়ে এ ক্ষেত্রে একটি বিষয় বিশেষভাবে অতি গুরুত্বের সঙ্গে উল্লেখ করতে হয় যে, প্রফেসর রাজ্জাক পাকিস্তান রাষ্ট্রে উদ্ভবের পরবর্তী বাস্তবতার প্রতি সাদা দিয়ে শুধু যে বাঙালির অধিকার আন্দোলনের সঙ্গে একাত্ম হয়ে পড়েছিলেন তাই নয়, সত্যিকারভাবে বলতে হয়, এ ক্ষেত্রে তিনি ছিলেন একজন অগ্রপথিক ও অনুপ্রেরণার উৎসস্থল। পঞ্চাশ ও ষাটের দশকের প্রারম্ভে পাকিস্তান রাষ্ট্রকাঠামোর অভ্যন্তরে আঞ্চলিক বৈষম্য ও শোষণ উপলব্ধি করে যারা রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক এবং সাংস্কৃতিকভাবে সচেতনতা সৃষ্টির মূলে কাজ করেছেন, প্রফেসর রাজ্জাক ছিলেন তাদের দ্বারা গঠিত বিবিধ আন্দোলনের পেছনের দার্শনিক। ঠিক যেন ফরাসি বিপ্লবের ক্রশো, ভলতেয়ারের মতো।

শিল্প, সাহিত্য, চিত্রকলার প্রতিও আব্দুর রাজ্জাকের ছিল সুগভীর পাণ্ডিত্য। এ কারণে শিল্পাচার্য জয়নুল আবেদিন তার অন্যতম বন্ধু হয়ে গিয়েছিলেন। মোটামুটিভাবে সুসভা সমাজ ও রাষ্ট্রে গড়ে তোলার জন্য যে যে জ্ঞান ও গুণ প্রয়োজন এবং যেসব মন্ত্র দ্বারা মানুষকে সত্যিকারভাবে সংকীর্ণতা ও সংস্কারমুক্ত হয়ে আলোকিত মানুষরূপে গড়ে তোলা যায়, তার প্রায় সব দৃষ্টিই ছিল অধ্যাপক আব্দুর রাজ্জাকের আয়ত্তে।

লক্ষ্যশালী দশকের জরাজীর্ণ লন্ডন থেকে ফিরে আসার পরে কিছু সময়ের জন্য বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের অনায়াস ও নীতিগত আচরণ এবং কর্মকাণ্ডের দ্বারা অশ্রুস্রব্দে আত্মরাজ্যকে আক্রান্ত করে হয়েছিল। এর সঙ্গে আকাঙ্ক্ষিত বা আশাশীল সম্পর্ক তৈরি হইল না, বরং রাজনৈতিক কারণই ছিল মুখ্য। (নিম্নোক্ত নিয়ে নিচে আরো আলোচনা করা হবে)। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে সংরক্ষিত তাঁর ব্যক্তিগত বাথপত্র বিশ্রামের করে দেখা যায়, বিশ্ববিদ্যালয়ের স্বায়ত্তশাসন সমুন্নত রাখা এবং বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষকদের মান মর্যাদা রক্ষার জন্যে তিনি ছিলেন আপসহীন ব্যক্তিত্বের অধিকারী। তিনি অন্যায়ের সঙ্গে আপস করেননি বলেই তাঁকে কিছু সময়ে হেয়ামূলক কারণ দর্শায় নোটিশ দেওয়া, এক বিভাগ থেকে অন্য বিভাগে বদল করা, অন্য বিভাগে অতিরিক্ত ক্লাস নেওয়ার মতো বিব্রত ও বিভ্রমের সিদ্ধান্তের শরণাগত ক্ষতিগ্রস্ত করার প্রচেষ্টা অব্যবহৃত চালাতো হয়। চরিত্রগতভাবে নিম্নোক্ত অধ্যাপক রাজ্যক অত্যন্ত দৃঢ়চেত্রে এ সবকিছুর মোকাবিলা করেছেন এবং শিক্ষকসমাজের মর্যাদা, মতপ্রকাশের স্বাধীনতা ও বিশ্ববিদ্যালয়ের স্বায়ত্তশাসন সমুন্নত রাখতে চেয়েছেন। এ জন্য তাঁকে মূল্যও জনপ্রিয় হয়েছিল। তাঁকে প্রায় ৩৬ বছর পর্যন্ত লেকচারার হিসেবেই চাকরি করতে হয়েছে। তিনি অন্যায়ের সঙ্গে আপস করে নীতি বিসর্জন দিয়ে 'প্রমোশন' নিতে চাননি। এমনকি তাঁকে অনুরোধ করেও প্রমোশনের জন্য আবেদন করানো যায়নি; এমন মানুষ বিশ্ববিদ্যালয়ের ইতিহাসে সত্যিই বিরল। বর্তমানকালে দেখা যায়, সামান্য প্রাপ্তির জন্য অনেকেই প্রতিদ্বন্দ্বিতা অনায়াস ও অনৈতিক কাজ করে যাচ্ছেন। অধ্যাপক রাজ্যক সাঠিকভাবেই উপলব্ধি করতে পেরেছিলেন যে, বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকদের নৈতিক অবস্থান ও স্বায়ত্তশাসন সমুন্নত না রাখতে পারলে বিশ্ববিদ্যালয় কখনো জ্ঞানচর্চার শ্রেষ্ঠ স্থান হিসেবে থাকতে পারে না। প্রসঙ্গত বলা যায়, যাটের দশকের শেষের দিকে বিশ্ববিদ্যালয়ের স্বায়ত্তশাসন-আন্দোলন নিঃসন্দেহে অন্যায়ের বিরুদ্ধে প্রফেসর রাজ্যকের নানামুখী কর্মকাণ্ড ও তৎপরতা, মামলা-মোকদ্দমা ইত্যাদি যথেষ্ট অনুরোধের ক্ষেত্র প্রস্তুত করেছিল। বর্তমানে বিশ্ববিদ্যালয়ের স্বায়ত্তশাসনের অপব্যবহার নিশ্চয়ই অধ্যাপক রাজ্যককে ব্যথিত করত। অবশ্য সে জন্য স্বায়ত্তশাসন নিজে দায়ী হতে পারে না।

অধ্যাপক আব্দুর রাজ্যক কেবল একজন কৃতী শিক্ষক ও অনুকরণীয় ব্যক্তিত্বের অধিকারী ছিলেন তা-ই নয়, তিনি একজন অত্যন্ত মেধাবী ছাত্র ছিলেন।

আন্তর্জাতিকভাবেও অধ্যাপক আব্দুর রাজ্যক তাঁর পাণ্ডিত্যের স্বীকৃতি পেয়েছেন, লন্ডন স্কুল অব ইকনোমিক্স অ্যান্ড পলিটিক্যাল সায়েন্সের মতো প্রতিষ্ঠানে পড়ালেখা করা এবং প্রখ্যাত হ্যারল্ড জে লাক্সির ছাত্র হবার সৌভাগ্য তিনি তাঁর পাণ্ডিত্য দিয়েই অর্জন করেছিলেন। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ তাঁর যোগ্যতা বিবেচনা করেই বিশ্ববিদ্যালয়ের খরচে লন্ডনে পড়ালেখা করার সুযোগ করে দিয়েছিল। তিনি বিশ্ববিখ্যাত হার্ভার্ড বিশ্ববিদ্যালয়ে ফেলো হিসেবে কাজ করে নিজের পেশাগত যোগ্যতা প্রমাণ করেছেন।

শুকরাঙ্গের অগ্রসার বিশ্ববিদ্যালয়েও তিনি পদব্রজে করেছেন। দিল্লি বিশ্ববিদ্যালয় তাঁকে ডি-লিট ডিগ্রি দ্বারা সম্মানিত করেছে — এসব কৃতিত্ব তিনি তাঁর সুগভীর পেশাগত দক্ষতা ও যোগ্যতার দ্বারা লাভ করেছিলেন।

সার্বিক বিচারে অতি সজ্ঞেয় বলা যায়, অধ্যাপক আব্দুর রাজ্যকের জীবন, চিন্তা-চেতনা, পার্শ্বতা ও কর্মকাণ্ড তাঁকে একজন অনন্য পণ্ডিতজন হিসেবে জাতীয় ও আন্তর্জাতিক পরিসরে প্রতিষ্ঠিত করেছে। তাঁর সকল কিছুই অনুকরণীয় দৃষ্টান্ত।

জন্ম ও শিক্ষাজীবন

বঙল আলোচিত এই জ্ঞানতাপসের জন্ম, বেড়ে ওঠা, প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষাজীবন সম্পর্কে কৌতুহল থাকা স্বাভাবিক। তাই এ-বিষয়ে কিছু আলোচনা করা দরকার। আব্দুর রাজ্যক ১৯১৪ সালের ১ জানুয়ারি ঢাকা জেলার কেরানীগঞ্জের কলাতিয়া গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। পিতা মৌলভী আব্দুল আলী ছিলেন পুলিশের সাব-ইন্সপেক্টর। পিতার বদলির চাকরির সুবাদে আব্দুর রাজ্যকের ছেলেবেলা অবিভক্ত বাংলার বিভিন্ন জেলায় কেটেছে। যেমন — রংপুর, হুগলি, জন্মস্থান ঢাকা জেলার কেরানীগঞ্জে। তৃতীয় ও চতুর্থ শ্রেণিতে পড়েছেন সেখানকার এক প্রাথমিক স্কুলে। এ সময় তাঁর মা অসুস্থ হয়ে পড়েন এবং পারিবারিক সিদ্ধান্তে তাঁকে নিয়ে তাঁর মা কেরানীগঞ্জের কলাতিয়া গ্রামে চলে আসেন।

কলাতিয়া গ্রামের মাইনর স্কুলে তাঁকে পঞ্চম শ্রেণিতে ভর্তি করে দেওয়া হয়। এ সময়ে তাঁর মা মারা যান। এক ভাইসহ তিনি তাঁর চাচার তত্ত্বাবধানে গ্রামেই রয়ে যান। ওই স্কুল থেকে আব্দুর রাজ্যক বৃত্তি পরীক্ষায় অংশ নেন এবং বৃত্তি লাভ করেন। এতে বোঝা যায়, বাল্যকাল থেকেই তাঁর প্রবল মেধার যাত্রা শুরু হয়েছিল। ১৯২৬ সালে ঢাকা মুসলিম হাইস্কুলে তাঁকে অষ্টম শ্রেণিতে ভর্তি করে দেওয়া হয় এবং ডাফরিন হোস্টেলে তাঁর থাকার ব্যবস্থা হয়। ১৯২৯ সালে তিনি প্রথম বিভাগে ম্যাট্রিক পাস করেন। ১৯৩১ সালে তিনি মেধা-তালিকায় স্থান পেয়ে ঢাকা কলেজ থেকে ইন্টারমিডিয়েট পাস করেন। এরপর তিনি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি হন এবং ১৯৩৪ সালে উচ্চতর দ্বিতীয় শ্রেণি নিয়ে অর্থনীতি ও রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিষয়ে অনার্সসহ বি এ পাস করেন। ১৯৩৬ সালে তিনি অর্থনীতি ও রাষ্ট্রবিজ্ঞানে প্রথম শ্রেণিতে এম এ পাস করেন। অধ্যাপক আব্দুর রাজ্যক যে একজন অতি মেধাবী ছাত্র ছিলেন সে-কথা দ্বিধাহীনভাবে আবাবো উচ্চারণ করা যায়। তৎকালীন বৈরী পরিবেশে সাধারণ ঘরের একজন মুসলমান ছাত্রের পক্ষে পড়ালেখায় এত ভালো ফলাফল অর্জন করা স্তম্ভিত হওয়ার মতো ঘটনা। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে মুসলমান ছাত্র হিসেবে এম এতে প্রথম শ্রেণি নিয়ে উত্তীর্ণ হওয়ার জন্য অত্যন্ত মেধাবী হওয়ার শর্তটি কোনো অতিকথন নয়। কেননা তখনকার দিনে হাতেগোনা মাত্র কয়েকজন মুসলমান ছাত্র উচ্চশিক্ষা নিতে আসতেন, সহপাঠী এবং শিক্ষকদের অধিকাংশই ছিলেন ভিনুধর্মী।

শিক্ষক-জীবন

১৯৩৬ সালের শেষের দিকে আব্দুর রাজ্জাক ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষকতার জীবন শুরু করেন। তাঁর প্রথম নিয়োগ ছিল অ্যাডহক-ভিত্তিক। ১৯৩৮ সালে তিনি লেকচারার হিসেবে বিজ্ঞাপিত পদে প্রতিযোগিতার মাধ্যমে সিলেকশন পান এবং তৎকালীন উপাচার্য বিখ্যাত ইতিহাসবিদ রমেশচন্দ্র মজুমদার স্বাক্ষরিত নিয়োগপত্র পেয়ে অস্থায়ী লেকচারার পদে যোগদান করেন (রমেশচন্দ্র মজুমদার স্বাক্ষরিত নিয়োগপত্র সংযুক্তি ১)। তবে তখনকার রীতি-অনুযায়ী প্রতি শিক্ষাবর্ষের জন্য তাঁর এ নিয়োগ নবায়ন করা হয়। বিভাগীয় প্রধান ডি. এন. ব্যানার্জি তাঁর জন্য সুপারিশ করতেন এবং বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক তা অনুমোদিত হতো। প্রতিটি শিক্ষাবর্ষের জন্য নবায়িত নিয়োগের ধারা তাঁর ক্ষেত্রে ১৯৪৬ সাল পর্যন্ত অব্যাহত থাকে। ১৯৪৬ সালে বিশ্ববিদ্যালয় নির্বাহী কাউন্সিল সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে যে, আব্দুর রাজ্জাক ৫৫ বছর বয়স পর্যন্ত ওই পদে চাকরি করতে পারবেন।

উচ্চশিক্ষার জন্য লন্ডন গমন

আব্দুর রাজ্জাক তাঁর মেধার স্বীকৃতি ও নিজ যোগ্যতার বলেই আন্তর্জাতিকভাবে নামকরা লন্ডন স্কুল অব ইকোনমিক্স অ্যান্ড পলিটিক্যাল সায়েন্সে অ্যাডমিশন অর্জন করেন। তার চেয়েও বড় কথা, বিশিষ্ট রাষ্ট্রবিজ্ঞানী হ্যারল্ড জে লাক্সি আব্দুর রাজ্জাককে তাঁর গবেষণাকাজের তত্ত্বাবধানে সম্মত হন। এটি অবশ্যই ছিল একটি ঈর্ষণীয় ব্যাপার। লাক্সির মতো পণ্ডিতজনের পক্ষে আব্দুর রাজ্জাককে তাঁর শিক্ষার্থী হিসেবে গ্রহণের বিষয়টি ছিল নৈর্ব্যক্তিক — এটি ছিল আব্দুর রাজ্জাকের মেধার স্বীকৃতি।

লন্ডনে তাঁর উচ্চশিক্ষার জন্য আবেদনপত্রের পক্ষে সুপারিশ করতে গিয়ে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের তৎকালীন উপাচার্য ১৩ মার্চ ১৯৪৫ সালে লেখেন যে —

I have great pleasure in testifying to the high scholarly attainments and general ability of Mr. A. Razzaq, M.A. lecturer in the Department of Political Science in this University. He obtained a high second class at the B.A. Honours Examination in Economics and Political Science in 1934 and a First Class at M.A. Examination in 1936. He has been in the staff of the University for over 8 years now and his work as a lecturer has been uniformly satisfactory. Mr. Razzaq is a scholar of amiable disposition and unassuming manners and possesses an excellent character.

He has aptitude for research and will immensely benefit by a course of higher studies abroad.

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ লন্ডনে তাঁর পড়ালেখার খরচ বাবদ পাঁচ হাজার টাকা বরাদ্দ দেয়।

হ্যারল্ড জে লাক্সির অধীনে তিনি Political Parties in India বিষয়ে গবেষণা আরম্ভ করেন। এ-সম্পর্কে নথিপত্রে কিছু পাওয়া না-গেলেও শোনা যায়, আব্দুর রাজ্জাকের গবেষণাকর্মের থিসিস জমা দেয়ার আগেই অধ্যাপক লাক্সি গতায়ু হন। অধ্যাপক লাক্সির মৃত্যুর পর মরিস জোস তাঁর থিসিসের সুপারভাইজার হিসেবে নিয়োগ পান। থিসিসের কাঠামোর সঙ্গে মরিস জোসের মতৈক্য প্রতিষ্ঠিত হচ্ছিল না। তাছাড়া সবসময়েই আব্দুর রাজ্জাক নিজের পাণ্ডিত্য ও মেধার ওপর ছিলেন আস্থাশীল এবং আত্মবিশ্বাসী। এসব কারণে থিসিসের কাজ প্রায় শেষ পর্যায়ে নিয়ে এসেও তিনি ডিগ্রির জন্য তা জমা না-দেওয়ার বিষয়ে দৃঢ় সিদ্ধান্ত নেন এবং দেশে ফিরে আসার জন্য প্রত্যাশী হয়ে ওঠেন। তবে তাঁর অসমাপ্ত থিসিস অনেক স্নানামধ্য পণ্ডিতের কাছে মূল্যবান হয়ে ওঠে। খালেদ বিন সাঈদ তাঁর *Pakistan : The Formative Phase* শীর্ষক গ্রন্থে এটি ব্যবহার করেন এবং আব্দুর রাজ্জাকের প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেন।

বই পড়ার প্রতি অসীম আগ্রহের বশবর্তী হয়েই সম্ভবত আব্দুর রাজ্জাক লন্ডনে Diploma in Librarianship-এ ভর্তি হন এবং তা সমাপ্ত করেন। লাক্সির মৃত্যুর পর তিনি আরো কিছু দিন লন্ডনে ছিলেন। এ সময়ে তাঁর দাক্ষণ অর্থকষ্ট ছিল। তিনি কিছু টাকা ধারকর্ত্তও করেছিলেন (সংযুক্তি ৪)। শোনা যায়, পুরো সময়টি তিনি লন্ডনের বিভিন্ন লাইব্রেরিতে পড়ালেখা করে কাটাতেন। ১৯৫০ সালে পিএইচ ডি ডিগ্রি ছাড়া ফিরে এলেও তিনি নিজেকে পড়ালেখার মাধ্যমে সমৃদ্ধ করেই ফিরেছিলেন। তাঁর প্রমাণ পরবর্তী সময়ে তিনি বিভিন্নভাবে রেখেছেন।

লন্ডন থেকে তিনি জাহাজযোগে চট্টগ্রাম হয়ে ঢাকায় ফিরেছিলেন। এ সময়ে তাঁর হাতে পয়সা ছিল না বললেই চলে। জাহাজভাড়ার জন্যও তাঁকে টাকা ধার করতে হয়েছিল। দেশে ফিরে আব্দুর রাজ্জাক ১৯৫০ সালের ১০ সেপ্টেম্বর ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে কর্মস্থলে যোগদান করেন। বিদেশ থেকে ফেরার পর আব্দুর রাজ্জাকের সঙ্গে বিভাগীয় প্রধান ড. নিউম্যানের বিভিন্ন বিষয় নিয়ে সম্পর্কের অবনতি ঘটে। রটনা আছে, সাদা চামড়ার এ মানুষটি বিরাট মাপের কোনো পণ্ডিতজন ছিলেন না। উপরন্তু, তাঁর মনমানসিকতা ছিল ঔপনিবেশিক প্রভু মনোভাবসুলভ। চিরদিন স্বাধীনচেতা ও সত্যের সাধক, ব্যক্তিত্বসচেতন আব্দুর রাজ্জাকের পক্ষে সম্ভবত নিউম্যানের অন্যায় কর্তৃত্ব মেনে নিয়ে কাজ করা সম্ভব ছিল না। প্রভুসুলভ এবং 'ভিনডিকটিভ' নিউম্যান আব্দুর রাজ্জাকের স্বভাবের ওপর প্রভুত্ব বিস্তার করতে ব্যর্থ হয়ে নানাভাবে তাঁকে উত্তাক্ত করতে আবশ্য করেন। তবে এসব বিরোধিতার মূলে ছিল পরস্পর বিপরীতধর্মী রাজনৈতিক বিশ্বাস ও কর্মকাণ্ড। দেশদ্রবদি একজন সচেতন মানুষ হিসেবে আব্দুর রাজ্জাক লন্ডন থেকে ফেরার পর থেকেই পূর্ব বাঙলার ওপর

পাকিস্তানের কেন্দ্রীয় সরকারের নানারূপ বৈষম্যমূলক কাজকর্ম ও আচরণকে মেনে নিতে চাননি। নানাভাবে তিনি তা প্রকাশ করতে শুরু করেন। ফলে কেন্দ্রীয় সরকারের সুবিধাপুষ্টি ড. নিউম্যান এবং মুসলিম লীগের সমর্থক জি. ডার্লিউ চৌধুরী স্বভাবত আব্দুর রাজ্জাককে তাদের রাজনৈতিক প্রতিপক্ষ হিসেবে গণ্য করেন এবং সেভাবেই তাঁর সঙ্গে বৈরী আচরণ আরম্ভ করেন। পুরো পঞ্চাশ ও ষাটের দশক ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের আচরণ আব্দুর রাজ্জাকের জন্য ছিল বিভীষিকাময়। তাঁকে অন্যায়ভাবে এক বিভাগ থেকে অন্য বিভাগে বদলি করা হচ্ছিল। আবার এক বিভাগ থেকে অন্য বিভাগে ক্লাস নেওয়ার সিদ্ধান্ত চাপানো হচ্ছিল। রাষ্ট্রবিজ্ঞান, আন্তর্জাতিক সম্পর্ক বিভাগ এবং অর্থনীতি বিভাগের মধ্যে তাঁকে নানাভাবে ঘুরপাক খেতে হচ্ছিল। নথিপত্র থেকে দেখা যায়, এসব অন্যায় নির্দেশ ও কর্মকাণ্ডের জন্য অধ্যাপক আব্দুর রাজ্জাক দায়ী ছিলেন না (সংযুক্তি-২)। এসব তাঁর প্রাপ্যও ছিল না। নিজের প্রজ্ঞা, ব্যক্তিত্ব, বাঙালি জাতীয়তাবোধ এগিয়ে নেওয়া, শিক্ষকদের মানমর্যাদা রক্ষা করা এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের স্বায়ত্তশাসন এগিয়ে নেওয়ার অনিবার্ণ প্রত্যয়ই ছিল তাঁর একমাত্র অপরাধ। বিভিন্ন ধরনের প্রাতিষ্ঠানিকতা-বর্জিত ও শিষ্টাচার-বহির্ভূত কাজকর্মের ফলে পরবর্তীকালে ড. নিউম্যান সংক্ষিপ্ত নোটিশে পাকিস্তান ছাড়তে বাধ্য হয়েছিলেন।

ষাটের দশকে আব্দুর রাজ্জাক কর্তৃপক্ষের অন্যায় আচরণ ও নির্দেশের বিরুদ্ধে অতিষ্ঠ হয়ে একাধিক রিট মামলা করেন এবং এসব মামলায় তাঁর জয় হয়েছিল। একদিক থেকে দেখলে বলা যায়, তাঁর এ জয় ছিল বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকদের মানমর্যাদা, বিবেক ও মতপ্রকাশের স্বাধীনতার জয়। একটি মামলায় বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ অভিযোগ করে যে, আব্দুর রাজ্জাক রাজনীতি করেন। আব্দুর রাজ্জাক অকপটে এটি স্বীকার করে নেন এবং নথিপত্র দেখিয়ে বলেন যে, তাঁর নিয়োগের সময়ে বিশ্ববিদ্যালয়ের সঙ্গে যে চুক্তি হয়েছিল, তাতে উল্লেখ ছিল না যে, তিনি রাজনীতি করতে পারবেন না। তাঁর যুক্তি আদালত গ্রহণ করেছিল। তবে রাজনীতি বলতে সে সময়ে আব্দুর রাজ্জাক যা করতেন তা কিন্তু বর্তমানকালে বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ে ব্যক্তিস্বার্থ দ্বারা প্রভাবিত প্রান্তিমুখী রাজনীতি ছিল না, কিংবা তা ছিল না কোনোপ্রকার বর্ণ-বিভক্তি (সাদা, গোলাপি, নীল বা অন্য কিছু)। তাঁর রাজনীতি ছিল ব্যক্তিগত প্রাপ্তির উদ্দেশ্যে — পাকিস্তানি অপশাসনের ও বাঙালির বঞ্চনার বিরুদ্ধে শানিত হওয়ার রাজনীতি এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকদের বুদ্ধি ও বিবেকের মুক্তির রাজনীতি। বলা বাহুল্য, আব্দুর রাজ্জাকের মামলার রায় বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকসমাজের জন্য সম্ভবত আশীর্বাদ বয়ে এনেছিল। এসব মামলায় তাঁর পক্ষে লড়েছিলেন ড. আলিম আল রাজী, নবীন ব্যারিস্টার ড. কামাল হোসেন এবং মি. ব্রোহী।

তবে পঞ্চাশের দশক আব্দুর রাজ্জাকের জন্য কিছু অনন্য সম্মানও বয়ে এনেছিল। প্রথমত, ১৯৫৬ সালের সংবিধানের খসড়া প্রস্তুতির কমিটিতে তিনি কাজ করার সুযোগ পেয়েছিলেন।

দ্বিতীয়ত, ১৯৫৭-৫৮ সালে তিনি পূর্ব পাকিস্তান প্র্যানিং কমিশনে ডেপুটিশনে কাজ করার জন্য নিয়োগপ্রাপ্ত হয়েছিলেন এবং কাজ করেছিলেন। (প্রথম ও দ্বিতীয় পয়েন্ট দুটির সঙ্গে রয়েছে কিছু রাজনৈতিক সম্পর্ক। লন্ডন থেকে ফেরার পর থেকেই বাঙালির অধিকার আদায়ের জন্য পঞ্চাশের দশকে সংগঠিত বাঙালিমুখী রাজনৈতিক শক্তিটি বৃদ্ধি এবং কৌশল সম্পর্কে পাঠ নিতে আব্দুর রাজ্জাকের কাছে আসতেন। ফলে এই শক্তিটি ক্ষমতায় গিয়ে আব্দুর রাজ্জাককে যথাস্থানে স্থাপনের চেষ্টা করেছিলেন, যাতে করে বাঙালির দাবি পায়ের তলায় মাটি পায়। তারই প্রতিফলন হিসেবে তিনি সংবিধান প্রণয়নে ও পরিকল্পনা কমিশনে কাজ করার ডাক পেয়েছিলেন।)

তৃতীয়ত, ১৯৫৯-৬০ সালে তিনি হার্ভার্ড বিশ্ববিদ্যালয়ে ভিজিটিং ফেলো হিসেবে কাজ করেন।

একথা বলার অপেক্ষা রাখে না যে, উল্লিখিত তিনটি কাজই তিনি তাঁর যোগ্যতা দিয়ে অর্জন করেছিলেন। ভাবতে অবাক লাগে, যিনি এত গুরুত্বপূর্ণ কাজের অংশ হচ্চেন অথচ তাঁকে বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ অন্যায় ও অনৈতিকভাবে নাজেহাল করেছেন!

ষাটের দশকে উপাচার্য এম ও গণি নানাভাবে আব্দুর রাজ্জাককে বিরক্ত করেছেন, এ সবকিছু বিশ্ববিদ্যালয়ে সংরক্ষিত তাঁর ব্যক্তিগত নথিবন্ধ রয়েছে। উপাচার্য এম ও গণি আব্দুর রাজ্জাকের প্রতি যে বৈরী হবেন এটি আশ্চর্য হওয়ার মতো কোনো ঘটনা ছিল না। কেননা ততদিনে এটি পরিষ্কার হয়ে গিয়েছিল যে, আব্দুর রাজ্জাক বাঙালি জাতীয়তাবোধ জাগ্রত ও সংগঠিত করার জন্য সক্রিয়ভাবে কাজ করে চলেছেন। পাকিস্তান সরকারের আশীর্বাদপুষ্টি ও সরকারের গৌড়া সমর্থক এম ও গণি তা মেনে নেবেন কেন? তবে আশ্চর্যের বিষয় হলো, এই পুরো সময়টিতে নানারূপ চাপের ভেতর থেকেও আব্দুর রাজ্জাক তাঁর স্বাভাবিক ও বুদ্ধিবৃত্তিক জীবনযাত্রা সুস্থ ও অব্যাহত রেখেছিলেন। এ সময়টিতেই দুই-অর্থনীতির প্রবক্তাগণ তাঁর কাছ থেকে অনুপ্রাণিত হয়েছিলেন। চ্যালেঞ্জ মোকাবিলা করার এক অসাধারণ ক্ষমতা তাঁর ছিল। তিনি ছিলেন ভয়শূন্য ও দৃঢ়চিত্তের একজন ব্যতিক্রমী মানুষ।

তৎকালীন বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ যদি অন্যায়ভাবে আব্দুর রাজ্জাককে ব্যতিব্যস্ত না রাখতেন, তবে আব্দুর রাজ্জাকের পক্ষে দেশ, সমাজ, বিশ্ববিদ্যালয় ও রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগকে আরো অনেক কিছু দেওয়া সম্ভব হতো। ১৯৬৪ সালের ২৮ ডিসেম্বর রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগের প্রধান প্রফেসর মুজাফফর আহমদ চৌধুরী উপাচার্যের কাছে এ বিষয়ে আবেদন জানিয়ে লেখেন —

I would request you to transfer fully the services of Mr. Abdur Razzaq to this department. At present he is taking some classes in the Department of International Relations and to that extent we are unable to utilize his services in this department. If his services are transferred to this department

in full, it will be of immense convenience to this large department.

তবে তাঁর এ পত্রের পরিপ্রেক্ষিতে কোনো ইতিবাচক ফলাফল ঘটেনি।

১৯৬৮ সালের সেপ্টেম্বর মাসে বিশ্ববিদ্যালয়ের চাকরি ছেড়ে দিয়ে তিনি বেলিয়ল কলেজের আমন্ত্রণে অক্সফোর্ডে যান। সেখানে তিনি প্রায় দেড় বছর (১০/০৯/৬৯-০৩/০৪/৭০) Indo-British Relations during 18th and 19th Centuries এর ওপর documents editing-এর কাজ করেন। তবে তাঁর চাকরি ছেড়ে দেওয়ার বিষয়টি সহজ-সরল ছিল না, বরং এটিই সত্য যে, চাকরি ছাড়তে তাঁকে বাধ্য করা হয়েছিল। ওই সময়টিতে মুসলিম লীগের প্রত্যক্ষ আশীর্বাদপুষ্ট ছাত্র সংগঠন এন এস এফের নিবর্তনমূলক কার্যকলাপের কারণে বিশ্ববিদ্যালয়ের বাঙালি জাতীয়তাবোধে উদ্ভুদ্ধ ও শোষণ-নিপীড়নবিরোধী অনেক প্রগতিশীল ও মুক্তবুদ্ধি সচেতন শিক্ষককেই চাকরি ছাড়তে বাধ্য করা হয়েছিল। তাঁদের মধ্যে ছিলেন — মোহাম্মদ সিরাজউদ্দীন, এ আর খান, এ আই আমিনুল ইসলাম, বোরহানউদ্দিন খান জাহাঙ্গীর প্রমুখ। অর্থনীতিবিদ মুজাফ্ফর আহমদ করাচি এবং রেহমান সোবহান দেশত্যাগ করে লন্ডন চলে যেতে বাধ্য হয়েছিলেন। ড. আবু মাহমুদকে শারীরিকভাবে নিগৃহীত হতে হয়েছিল। সেই একই ধারায় তাঁদের সকলের 'গুরু'কেও চাকরি ছাড়তে বাধ্য করা হয়। তিনি দেশে ফিরে এলে র‍াষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগের তৎকালীন বিভাগীয় প্রধান র‍াষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগে তাঁর পুনরায় যোগদানের প্রয়োজনীয়তা অনুভব করেন। আব্দুর রাজ্জাকের যোগদানের বিষয়ে কর্তৃপক্ষের সিদ্ধান্তের জন্য বিভাগীয় প্রধান প্রফেসর মুজাফ্ফর আহমদ চৌধুরী ৮ এপ্রিল ১৯৭০ তারিখে উপাচার্যের কাছে পত্র দেন। পত্রে তিনি লেখেন —

I am very glad to inform you that Mr. Abdur Razzaq, Senior Lecturer in Political Science, who had to leave the University in September 1968, under circumstances *beyond his control*, is now back to Dacca. We would very much like to have him resume his duties in the Department with immediate effect. There are vacancies in the cadre of Senior Lecturership in the Department.

I would therefore recommend that Mr. Razzaq may be requested to resume his duties as Senior Lecturer in Political Science with immediate effect. The period from 10.9.68 to 8.4.70 may be regarded as leave granted to Mr. Razzaq on usual terms and conditions।

উপাচার্য বিভাগীয় প্রধানের এই আবেদন বিবেচনায় এনে আব্দুর রাজ্জাককে Senior Lecturer হিসেবে র‍াষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগে যোগদানের জন্য অনুমোদন দেন।

আব্দুর রাজ্জাক ১৪ এপ্রিল ১৯৭০ তারিখে তাঁর আগের প্রদত্ত (সেপ্টেম্বর ১৯৬৮) পদত্যাগপত্র প্রত্যাহারের আবেদন করলে বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ তাঁর এই আবেদন গ্রহণ করে তাঁকে ১০/০৯/৬৮ থেকে ০৮/০৪/৭০ তারিখ পর্যন্ত বিনা বেতনে ছুটি প্রদানের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে। তিনি র‍াষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগে যোগদান করেন এবং ৯ এপ্রিল ১৯৭০ থেকে তা কার্যকর হয়।

মুক্তিযুদ্ধ শুরু হবার আগে পর্যন্ত তিনি এই পদে থেকে র‍াষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগে শিক্ষকতা অব্যাহত রাখেন। তবে মুক্তিযুদ্ধ শুরু হলে বিশ্ববিদ্যালয়ের কাজে যোগদান না-করায় সামরিক আইন কর্তৃপক্ষের নির্দেশে আব্দুর রাজ্জাকসহ অনেক শিক্ষককে সাসপেন্ড করা হয় (সংযুক্তি ৩)। এ সময়ে সামরিক আইনে তাঁর ১৪ বছরের কারাদণ্ড হয়। মুক্তিযুদ্ধের সময় তিনি গ্রামে ছিলেন। তবে মুক্তিযুদ্ধের পরে স্বাধীন বাংলাদেশে যথারীতি অন্য শিক্ষকদের মতো তিনিও বিশ্ববিদ্যালয়ে যোগদান করেন। ১৯ জানুয়ারি ১৯৭২ তারিখে র‍াষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগের বিভাগীয় প্রধান প্রফেসর মুজাফ্ফর আহমদ চৌধুরী আব্দুর রাজ্জাককে প্রফেসর পদে নিয়োগ দানের সুপারিশ করে রেজিস্ট্রার বরাবর এক চিঠি লেখেন। এতে তিনি দেশ-বিদেশে আব্দুর রাজ্জাকের সম্মানিত ভাবমূর্তি ও পাণ্ডিত্য সম্পর্কে প্রশংসিত বিবরণ প্রদান করেন। তিনি লেখেন —

Mr. Abdur Razzaq who had been a Visiting Professor in the University of Oxford came back to the Department of Political Science in 1970. He had also been a Visiting Professor in the Harvard University some time back.

Abdur Razzaq is the most eminently learned man in the whole of Bangladesh in Social Science. He is also highly respected in the learned circles in India and elsewhere.

It is also well known that Mr. Abdur Razzaq will never apply for any post in the University. The country has very few selfless man of his nature. He is universally respected in all circles in Bangladesh for his unrivalled knowledge, learning erudition and scholarship and integrity and character.

বিষয়টি আব্দুর রাজ্জাক জানতে পেরে নিজেই প্রফেসর হতে অস্বীকৃতি জানান (প্রথমদিকে এটি উল্লিখিত এবং বিশ্লেষিত হয়েছে)।

১৯৭২ সালে বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ আব্দুর রাজ্জাককে বিভাগীয় প্রধানের দায়িত্ব দেয়। এই দায়িত্ব তিনি যথেষ্ট দক্ষতার সঙ্গে পালন করেন।

২৯ জুলাই ১৯৭২ তারিখে শিক্ষা মন্ত্রণালয় আব্দুর রাজ্জাককে শিক্ষা কমিশনের ঋণকালীন সদস্য হিসেবে নিয়োগ দান করে। ১৯৭২ সালের আগস্ট মাসে তিনি স্বল্পকালের জন্য অস্ট্রেলিয়া যান। ১৯৭৩ সালে ভারতের দিল্লি বিশ্ববিদ্যালয় আব্দুর

রাজ্যকে অনারারি ডি লিট প্রদান করে। ষাট বছর পূর্ণ হওয়ায় বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকতা থেকে তাঁর অবসর গ্রহণের তারিখ ৩০ জুন ১৯৭৪ নির্ধারিত হয়। আব্দুর রাজ্জাক অবসর গ্রহণ করলে বিভাগীয় প্রধানের দায়িত্ব গ্রহণ করেন ড. রওনক জাহান। দায়িত্ব গ্রহণ করেই তিনি অনুধাবন করেন যে, বিভাগে আব্দুর রাজ্জাকের মতো শিক্ষকের প্রয়োজনীয়তা অবধারিত। তাই তিনি ১ জুলাই ১৯৭৪-এ আব্দুর রাজ্জাকের চাকরির মেয়াদবৃদ্ধি করার জন্য উপাচার্যকে চিঠি লেখেন। ড. রওনক জাহান চিঠিতে উল্লেখ করেন,

The department of Political Science absolute needs the continuation of the services of Mr. Abdur Razzaq, Assistant Professor in Political Science. The Political Science Department is the largest Department in the University with more than one thousand students, but we have only six senior and trained teachers. Mr. A. Razzaq, who has a teaching experience of more than thirty years is an asset to the department. I should also mention and you all know it, how difficult it is to replace a man of Mr. A. Razzaq's stature and qualities. Senior and experienced teachers are hard to come by and outstanding teachers are rare. The department considers it a privilege that it has a man like Mr. A. Razzaq in the faculty. Need I mention he was given honorary D. Litt last year by Delhi University, one of the two university teachers to receive such a unique gesture of recognition by a foreign University. I should also add here that Mr. A. Razzaq is physically and mentally fit and we have already submitted a medical certificate to that effect.

ড. রওনক জাহান কর্তৃক পেশকৃত এ চিঠি তৎকালীন উপাচার্য ড. আবদুল মতিন চৌধুরী গ্রাহ্য করেননি। নথিপত্রে বিষয়টির উল্লেখ না থাকলেও ড. রওনক জাহানের কাছে থেকে জানা যায়, বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান বিষয়টি জানতে পেরে ক্ষুব্ধ হন এবং নিজে সরাসরি ড. আবদুল মতিন চৌধুরীকে নির্দেশ দেন আব্দুর রাজ্জাকের চাকরির মেয়াদ বাড়ানোর জন্য। এমতাবস্থায় ড. চৌধুরী ড. রওনক জাহানকে ফোন করে পুনরায় প্রস্তাব পেশ করতে বলেন এবং আব্দুর রাজ্জাক নিয়োগপ্রাপ্ত হন।

১৯৭৫ সালের মার্চ মাসে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার আব্দুর রাজ্জাককে জাতীয় অধ্যাপক পদে নিয়োগ দান করে। জাতীয় অধ্যাপক নিয়োগ করায় বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ ২১ মার্চ ১৯৭৫ তারিখে লিখিত পত্রে তাঁকে অভিনন্দিত করে।

১৯৮০ সালের এপ্রিল মাসে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের আই বি এ অভিটরিয়ামে প্রফেসর মুজাফফর আহমদ স্মারক বক্তৃতার অংশ হিসেবে তিনি *Bangladesh : State of The Nation* শীর্ষক একটি সেমিনার দেন। তাঁর এ-প্রবন্ধটি ছিল অত্যন্ত সুলিখিত এবং জ্ঞানগর্ভ। পরবর্তীকালে এটি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে পুস্তক-আকারে প্রকাশিত হয়।

বয়সের ভারে অধ্যাপক আব্দুর রাজ্জাকের স্বাস্থ্যের ক্রমাবনতি হতে থাকলেও তিনি তাঁর বুদ্ধিবৃত্তিক আভ্যন্তর অবাহিত রেখেছিলেন। চিকিৎসার জন্য তাঁকে দু'একবার সিঙ্গাপুরেও নেওয়া হয়েছিল। ১৯৯৯ সালের নভেম্বর মাসের ২৮ তারিখে বিশাল মহীরুহ এই পর্বতপ্রমাণ পুরুষ, জ্ঞানতাপস প্রয়াত হন। তাঁর কর্মপ্রেরণা এবং পাণ্ডিত্যের দৃষ্টান্ত বাংলাদেশের বুদ্ধিবৃত্তিকচর্চায় অম্লান থাকবে — এমনটি প্রত্যাশা করা মোটেও অমূলক হবে না। বর্তমানকালের নতুন প্রজন্মের জন্য আব্দুর রাজ্জাক একজন অনুসরণীয় আদর্শ হতে পারেন। তাঁর সুগভীর বিদ্যানুরাগ, নির্মোহ লক্ষ্য, দেশপ্রেম, বুদ্ধির মুক্তি, বিবেকের ও মতপ্রকাশের স্বাধীনতার জন্য লড়ে যাবার প্রত্যয়, ভিন্নতার মধ্যে ঐক্য প্রতিষ্ঠার প্রচেষ্টা — এসবই শিক্ষণীয় বিষয় হতে পারে। *

* এ লেখাটি প্রস্তুত করার সময়ে বিভিন্নভাবে সহযোগিতা করার জন্য আমরা প্রফেসর অনিসুজ্জামান ও প্রফেসর রওনক জাহানের কাছে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি। প্রফেসর আব্দুর রাজ্জাকের ব্যক্তিগত নথি থেকে তথ্য আহরণ করার অনুমতি প্রদানের জন্য ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষকে ধন্যবাদ জানাই।